সেক্যুলারিজম ও ইসলামঃ মৌলিক আলোচনা

ইসলামী শাসনব্যবস্থা আমাদের আধুনিক পশ্চিমা-প্রভাবিত সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শাসনব্যবস্থা। মাত্র দুইশ বছরের আয়ুবিশিষ্ট ক্ষয়িষ্ণু ও বর্বর আধুনিক সেক্যুলার শাসনব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের ব্যর্থ ও অজ্ঞতাপ্রসূত প্রচেষ্টার মুল নিয়ামক হচ্ছে ১২০০ বছরের দীর্ঘ শরয়ী শাসনব্যবস্থা ও ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যাপারে চরম অজ্ঞতা। আরো ভালো করে বললে আধুনিক সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার ছকের বাইরে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে হাজার হাজার বছর ব্যাপী থাকা শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান না থাকা। আর যদি ভাসা ভাসা কিছু থেকেও থাকে তাও বর্তমান সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার সাথে তুলনা করে বিশ্লেষনে পৌছানোর মত যথেষ্ট না।

উমাইয়াদের সময় থেকেই ইসলামী রাজতান্ত্রিক শাসনাধিন রাষ্ট্রের মুল বহিশক্তির হাত থেকে রাষ্ট্রকে প্রতিরক্ষা দেয়া এবং সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হয় এমন যেকোনো বিষয় নিয়ন্ত্রন করা।

ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থা ও সামাজিক উন্নয়ন ছিল মুলত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে অনেকটাই স্বাধীন বা পূর্ন স্বাধীন।

নিজেদের স্বার্থ বিঘ্নিত হলে, সাধারনত কোনো স্বৈরাচারী শাসকও শরয়ী বিচার ফয়সালা বা সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না। এমনকি অধিকাংশ সময়ই চাওয়া সত্ত্বেও তা করতে পারতেন না ; কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে শাসনক্ষমতার গ্রহণযোগ্যতা কেবলমাত্র শরীয়াহর মুলনীতির অনুগমনের মাধ্যমেই শাসকরা অর্জন করতেন। ব্যক্তিগত পরিসরে শাসকরা পাপাচার বা ভোগ-বিলাসিতায় লিপ্ত হলেও কিংবা বিরোধীতাকারীদের সাথে সীমালঙ্ঘন করলেও ইসলামী সমাজের নের্তৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উলামায় কেরামের বিপরীতে ব্যাপকভাবে অবস্থান নিতে পারতেন না। কেননা তাদের সমর্থন ও অনুমোদন ব্যাতিত ইসলামী রাষ্ট্রে কেউ শাসক হতে বা থাকতে পারতেন না।

যার ফলে উলামায়ে কেরাম নিয়ন্ত্রিত বিচারব্যবস্থা এবং ইসলামী সমাজের অভিজাত ও গ্রহনযোগ্য ওয়াকিফদের সায়ত্তশাসনে চলমান ইসলামী সমাজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ছিলো না।

আসলে শুধু ইসলামী শাসনব্যবস্থা নয়, বরং বিশ্বব্যাপী হাজার বছর স্থায়ী হওয়া প্রতিটি শাসনব্যবস্থার সর্বজনীন রূপ ছিলো যে, শাসকবর্গ সমাজের অভ্যন্তরে বা সকল স্তরে একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চা করতে পারতো না।

সমাজের গ্রহনযোগ্য ও নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সামাজিক রীতিনীতিকে একপাশে রেখে রাষ্ট্রের পক্ষে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তনের সুযোগ ছিলো না। বরং রাষ্ট্রীয় কর্নধাররা রাজনৈতিক কতৃত্ব সুসংহতকরণে সমাজপতি বা ওয়াকিফ এবং উলামায়ে কেরাম তথা বিচারকদের স্বাধীনতা দিয়ে সমর্থন আদায় করতেন। রাষ্ট্রের মুল কাজ ছিলো সামরিক সক্ষমতা অর্জন ভুমিকর আদায় এবং ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দমন করা।

তাহলে প্রশ্ন আসে, বিচারব্যবস্থা না হয় স্বতন্ত্রভাবে উলামায় কেরাম বা কাজীদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো ; কিন্তু সামাজিক উন্নয়ন কিভাবে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া সম্ভব হতো?

ইসলামের এখানেই শ্রেষ্ঠতা। ইসলামে রাষ্ট্র কল্যানের পরিপুর্নতায় গুরুত্বপুর্ণ উপকরণ, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীরও কল্যান সাধনে রয়েছে গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ববোধ।

ইসলামী রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ, অঞ্চল বা গোত্রে বিভক্ত অজস্র সমাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজেদেরকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো। ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকাংশ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, হাসপাতাল, মুসাফিরখানা, দোকান, বাজার, রাস্তাঘাট, সেতু, লঙ্গরখানার মতো কল্যানকর কাজ হয়েছে মুলত ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে। মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজ এসকল কল্যান কাজই সম্পাদন করে থাকতো কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায়, কোনো জাতীয়তাবাদী কল্পনাবিলাস থেকে নয়।

এসকল ব্যয়বহুল ও বিশাল কাজ মুলত সম্পাদিত হতো শরিয়াহর অন্যতম বিধান "ওয়াকফ" ও "যাকাত-সদাকা"র মাধ্যমে। ওয়াকফ হচ্ছে কোনো মুসলিম ব্যক্তির আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজ সম্পত্তি দান করে দেয়া।

সাধারনত কোনো আমানতদার ও দক্ষ মুসলিম ব্যবস্থাপক বা নেতাকে ওয়াকিফ বানিয়ে মুসলিমরা নিজেদের সম্পত্তি দান করে দিতেন। আর ওয়াকিফরা তা প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন কল্যানকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন।

মুসলিমদের স্বতঃস্ফুর্ত সদাকা ও ওয়াকফের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইসলামী সমাজ সুসংহত হতো একইভাবে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত ও প্রসারিত হতো।

রাষ্ট্রের কেন্দ্রে যত মারাত্মক স্বৈরাচারীই অধিষ্ঠিত হোক না কেন তার পক্ষে কখনই সুযোগ ছিলো না আধুনিক সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার মতো ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি সত্তা ও উপাদানকে রাজনৈতিক শোষন ও ব্যক্তিগত হীন স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে।

তাই যেকোনো সুস্থমস্তিষ্কের সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি যদি ইসলামী শাসনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় স্বৈরাচারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনাধীন রাষ্ট্রকে আধুনিক যুগের যেকোনো সেক্যুলার রাষ্ট্রের (চাই তা ইউরোপ আমেরিকার কোনো রাষ্ট্র কিংবা তুরস্ক, মিশর, পাকিস্থান বা বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র) সাথে যদি তুলনা করে ; তবে সে দেখতে পাবে-

নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে প্রাচীন সময়ের সাথে আধুনিক সময়ের কত বিস্তর ফারাক! হত্যা ধর্ষণ রাহাজানি অশ্লীলতা অপুষ্টি জনসংখ্যা বিস্ফোরণ পরিবেশ দুষন বৈশ্বিক উষ্ণতার মতো মানবতাবিধ্বংসী উপাদানের বোনা বীজ আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলোতে মাত্র একশ বছরেই পরিবার হয়ে উঠেছে। ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা সুরক্ষিত ব্যক্তি ও সমাজের উপর দাঁড়ানো যা কখনও কল্পনাই করা যায়নি।

রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের সমালোচনায় "স্বঘোষিত গণতান্ত্রিক সুশাসন" এর ধ্বজাধারীদের থেকে যে প্রশ্নের উত্তর কখনোই পাওয়া যায় না; তা হল -

"ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক, সুলতান বা আমীরের আসলে কতটুকু ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ছিল?"

প্রথমত, আধুনিক সেক্যুলার শাসন ব্যবস্থার মত ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা কখনোই সার্বভৌম ছিল না। সামরিক সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সহিংসতা করা আর যখন যা ইচ্ছা আইন প্রণয়ন করার মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাৎ। উদাহরণত, কোন মুসলিম শাসক সর্বোচ্চ যা পারবে তা হলো ব্যক্তিগত স্বার্থে কিছু লোকের সম্পদ কেড়ে নিতে কিংবা বন্দী হত্যা করতে। যা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ে আক্রান্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আধুনিক সেক্যুলার প্রজাতন্ত্র বা শাসনব্যবস্থা স্বার্থে স্বেচ্ছাচারী আইন জারি করে নির্দিষ্ট সময়ের ফায়দা লুটলেও, ঐ স্বেচ্ছাচারী অনৈতিক আইনের বলি হয় সমাজের সকল মানুষ এবং যতদিন ওই আইন জারি থাকবে ততদিন পর্যন্ত।

ইসলামী শাসনব্যবস্থায় শাসকদের পক্ষে শরয়ী আইন ও উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। যার ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে কখনোই আধুনিক সেক্যুলার রিপাবলিকের শাসকদের মতো ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ছিল না, নেই, হবেও না

আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রের যেমন নিজস্ব সুবিধা মোতাবেক আইন প্রণয়ন করতে পারে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক তা কখনোই পারেনি। বরং, ইসলামী আইন মেনে চলা ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব ছিল না।

ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব থাকে কেবল আল্লাহ তা'আলার ও শরীয়াহর।

বিপরীতে সেক্যুলার রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব থাকে জননির্বাচিত শাসকের।

যেহেতু পার্লামেন্ট, প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী জনগণের নির্বাচিত; তাই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয় পার্লামেন্ট ও সরকার প্রধানের সার্বভৌমত্ব চর্চার মাধ্যমে।

ইসলামে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মৌলিক দায়িত্ব ছিল মূলত আটটি (৮টি)। যেমনটা, ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন উল্লেখ করেছেন --

১) শরীয়া আদালতের সিদ্ধান্ত সমূহ প্রতিপালন করা;

২) হুদুদের শাস্তি প্রদান;

৩) সেনাবাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ;

৪) সীমান্ত সুরক্ষিত করা এবং রাস্তাঘাট ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

৫) যুদ্ধ সম্পদ বন্টন করা;

৬) সাদাকা, যাকাত ও অন্যান্য বৈধ করা আদায় করা ও বন্টন করা;

৭) বিচারক বিচারক নিয়োগ, তদারকি ও বরখাস্ত করা। উল্লেখ্য, বিচারকের বিচারকার্য হস্তক্ষেপের সুযোগ শাসকদের থাকত না। এছাড়া বাজার নিরীক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ, তদারকি ও দরখাস্ত করা; এবং

৮) এতিম, মিসকিন, দুস্থ ও অভিভাবকহীনদের দেখাশোনা করা।

উল্লেখযোগ্য, যে বিচারকদের সকলেরই হতো ইসলামে শরীয়াহর আলোকে দীক্ষিত প্রাজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরাম; যাদের অধিকাংশ হতেন বড় মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষক বা মুফতী। স্বাভাবিকভাবে, শাসককে খুশি করতে চাইলেও সরীয়াহ আইনের বাইরে গিয়ে বিচার করার বিষয়টি কখনো কল্পনা করা যেত না। এমনকি, প্রশাসকদের বিচারস্থ করাও বিচারক বা কাযীদের অন্যতম দ্বায়িত্ব ছিল।

প্রকৃত "Separation of Power" আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রে কখনোই সম্ভব নয়। কেননা, রাষ্ট্রীয় শক্তিকে নিজস্বার্থে ব্যবহারের মগ্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দ ও পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী/কর্পোরেশনরা কখনোই তা হতে দিবে না। এউদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ক্রমাগত এমন সব আইন ও প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানো হয় যেন রাষ্ট্রের ব্যাক্তি থেকে সমাজ কোনটিই স্বতন্ত্রভাবে শক্তিশালী না হতে পারে।

ঠিক যেমনটা মডার্নিস্ট পুজিপতি ও সেক্যুলার ক্রেতাদের দেবতা জর্জ হেগেল বলে গিয়েছিল

"Individuals were defined by the state; the state may b created by individuals, but eventually it supersedes them."

অন্যদিকে, ইসলামী শাসনব্যবস্থার অবস্থান ঠিক বিপরীতে। যেমন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"কওমের নেতা তাদের খাদেম।"

আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রে নাগরিকরা রাষ্ট্রের গোলাম ও উপাসক। আর ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের সেবক।

সেক্যুলার প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রের অবস্থান ব্যক্তি ও সমাজের উর্ধে। বিপরীতে, ইসলামী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের অবস্থান ব্যক্তি ও সমাজকে অতিক্রম করতে পারে না।

সেক্যুলার রাষ্ট্র ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সকল স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। ব্যক্তি ও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। আর ইসলামে রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ স্বাধীনতা ও বিকাশিত হওয়ার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে।

তাহলে কতই না দুরবর্তী এই দুই শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও কাঠামো।

পরিতাপের বিষয় তো এটা নয় যে, ইসলামের শত্রু সেক্যুলার ও ইহুদি-খ্রিস্টানরা ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে অজ্ঞতাবশত আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্র নিয়ে উল্লাসিত।

এও পরিতাপের বিষয় না যে, সাধারণ মুসলিমরা দু'শত বছরের প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদ ও সত্তর বছরে আদর্শিক উপনিবেশবাদের শিকার হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে অজ্ঞ হয়ে আছে।

বরং, পরিতাপের বিষয়ে এই যে যারা সেক্যুলার শাসনের পরিবর্তে ইসলামের শাসনের চেষ্টায় লিপ্ত, সেই ইসলামপন্থীগণ সেক্যুলার রিপাবলিকেরর ইসলামীকরণের হীন ও আত্মপ্রবঞ্চিত চেষ্টায় লিপ্ত। বিশেষত, সেক্যুলার রাষ্ট্রের বিলুপ্তকরণ বাদ দিয়ে সেক্যুলার শাসনকে শক্তিশালীকারী 'গণতন্ত্রের' মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছেন এবং দেখাচ্ছেন। এযেন পেটের ব্যারামে ভোগা রোগীর বিষ খেয়ে আরোগ্য লাভের চেষ্টা।

আধুনিজ জাতিয়তাবাদী প্রজাতান্ত্রিক রাস্ট্র বা রিপাবলিক মানেই তা আগাগোড়া সেক্যুলার রাস্ট্র, যার উদ্ভব মাত্র দুশ বছর আগে ফ্রান্সে।

আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্র চায় মানুষকে নিজের দাস বানাতে। আর ইসলামী রাষ্ট চায় মানুষকে আল্লাহর ইবাদতে পূর্ণতা দান করতে।

আগুন যেভাবে কখনো পানিতে রুপান্তরিত হয়না। সেক্যুলার রাষ্ট্রও তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের উপাচিত হওয়ার নয়। বরং, সেক্যুলার রাষ্ট্রকে বিলোপ করেই কেবল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিষয়টি বোঝার তাওফিক দিন।

(২)

সেক্যুলাররা ইসলামী শাসনের সহনশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে। এর স্বপক্ষে অতি-আলোচিত আরগুমেন্ট হচ্ছে,

ইসলামী শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে অন্য আদর্শ বা ধর্মের কারো অংশীদারিত্ব থাকেনা।

সম্প্রতি আফগানিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর, এ আলোচনাটি বারবার সামনে এসেছে।

কথা হচ্ছে,

ইসলামপন্থীরা যেমন সেক্যুলার বা অন্যদের শাসনকাঠামোতে বা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে রাখে না; একই কথা কি সেক্যুলারদের ক্ষেত্রে খাটে না!?

যেমন,

জাতিয়তাবাদী সীমানার আলোকে পাকিস্তান বা ভারতীয় মুসলিমদের উপর বাংলাদেশী হিন্দুদের অগ্রাধিকার দেয়ার আকিদা না রাখলে, প্রকাশ্যে এই মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে- কোনো মুসলিম কি সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা বা নীতিনির্ধারণে অংশ রাখতে পারবে!?

সকলেই জানেন যে, না। পারবে না।

সেক্যুলার লিবারেল আদর্শের যে মূলনীতি রয়েছে, (যেমন, সাম্য, নারীবাদ, গণতন্ত্র, বিয়ের সময়সীমা, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিপালন ইত্যাদি) তার কোনো একটি লংঘিত করলেও, কোনো মুসলিম কি অন্যান্যদের মতো সুবিধা পাবে!? অবশ্যই না।

অন্য আদর্শকে প্রবল হতে না দেয়া এক স্বাভাবিক বাস্তবতা।

বরং, ইসলামপন্থীদের তুলনায় অন্যরা মোটেও সহনশীল নয়।

সদূর অতীতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, নিকট অতীত থেকেই দেখা যায়-

জোসেফ স্টালিন কি শুধুমাত্র কমিউনিস্ট না হওয়ার 'অপরাধে' গুলাগে কোটি কোটি লোক বন্দী করেনি!? ওয়ার কমিউনিজমের নামে কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়নি?

আমেরিকান বা ইউরোপিয়ানদের এক্ষেত্রে কট্টরতা তো আরও বেশী। তারা নিজ দেশে তো বটেই, অন্য দেশেও নিজেদের 'সেক্যুলার লিবারেল' মূল্যবোধের বিপরীত কিছু সহ্য করে না।

আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, হাংগেরী, ইতালীসহ বিভিন্ন দেশে ব্যাক্তিগত পর্যায়েই ইসলামী মূল্যবোধকে আক্রমণ করা হয়, হচ্ছে।

অসম্পূর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত শাসন ও নৈতিকতা যদি এতই অবিভাজ্য হয়, তাহলে যা মানুষ ও সকল সৃষ্টির স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্ধারিত- তা কি মুসলিমদের নিকট আরো অবিভাজ্য হবে না!?!

তাহলে, সেক্যুলাদের মধ্যে যারা, মুসলিমদের শাসনের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে থাকে, তারা প্রকারান্তরে নিজ মূল্যবোধের সাথেই বেঈমানি করে।

প্রবল হওয়ার পর, আদর্শের ক্ষেত্রে আপস দুনিয়ার কোনো জাতিই করেনি, করে না, করবে না। অজ্ঞ, বেওকুফ ও আত্মঘাতী মানসিকতাসম্পন্নদের কথা আলাদা।

যদিও, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এসংস্কৃতির সাথে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছে মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন, তিউনিশিয়ার আন নাহদা পার্টি ও জামাতে ইসলামীর শৈথিল্যপরায়ণ দলগুলো।

যদি সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র, কমিউনিজম বা খ্রিস্টিয়ানিটির শাসনকাঠামোতে যদি অন্য আদর্শের মানুষ সমস্তরের আসন না পায় বা sub-dued থাকে; তাহলে ইসলামী শাসনের ক্ষেত্রে কেন তা আশা করা হচ্ছে বা হবে!?

আচ্ছা! ইসলামী আইনে দক্ষ কোনো আলেম কি চলমান ব্রিটিশ আইনে পরিচালিত বিচারব্যবস্থার অংশ হতে পারবে!? তাহলে বিপরীতটিও যে অসম্ভব হবে, তা কেন বোধগম্য হচ্ছে না!?

মুসলিমদের জন্য নির্দেশিত অখন্ডিত, অলংঘনীয় মূলনীতি হলো নিজ প্রবৃত্তির অনুগামীদের অনুসরণ না করা। তাহলে এটা কিভাবে সুযোগ থাকে যে,

প্রবৃত্তির অনুসারী সেক্যুলার, লিবারেলদের নির্বাহী বা বিচারিক ক্ষেত্রে পদায়নের মাধ্যমে, আপামর জনতাকে তাদের আনুগত্যের অধীন করতে ভূমিকা রাখবে!!?

وَ لَا تُطِعۡ مَنۡ اَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهٗ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ کَانَ اَمۡرُهٗ فُرُطًا

"আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না--- যার অন্তরকে আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে। এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।"

দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, সেক্যুলারদের এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা- ইনসাফ ও সুস্থ আকলের বিপরীত।

কোনোপ্রকার সংকোচ ও ভণিতা ছাড়াই বলা যায়,

ইসলাম প্রত্যেকের প্রাপ্য সবচেয়ে ভালোভাবেই সরবরাহ করে। পুত্র পিতার সমান সম্মান পায় না, মূর্খ জ্ঞানীর সমান না।

এটা বে-ইনসাফি না, তা উন্মাদও বোঝে।

তাই যে ইসলামী আদর্শকে স্বীকার করে না, ধারণ করে না, ইসলামী শাসনকাঠামোর উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি জানে না; সে সম্মান, গ্রহণযোগ্যতা ও নির্বাহী সক্ষমতার বিচারে পিছিয়ে থাকলে, তা কিভাবে ইনসাফের বিপরীত হতে পারে!? বরং, এটাই বাস্তবতার দাবী। স্মর্তব্য যে,

সমান পাওয়া মানেই ইনসাফ নয়।

সাম্য ও স্বাধীনতার ম্যক্সিমাইজেশনের নামে অবাধ ও লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতা যে শান্তি ও ইনসাফ আনতে অপারগ; বিগত দুশ বছর ধরে অস্তিত্বে আসা ও থাকা অসংখ্য লিবারেল রাস্ট্রগুলোর সকল স্তরের (ব্যাক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক) অধঃপতন কি তা প্রমাণ করছে না!?

সুতরাং, সেক্যুলাররা যে ইসলামী শাসনের ভাগীদার হওয়ার যে দাবী জানায় তা- স্ববিরোধী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিকভাবে বাতিল, অনৈতিক এবং অবাস্তব।

যদি শাসনব্যবস্থা, বিচারিক ও নির্বাহী ক্ষেত্রে কেউ ভুমিকা রাখতে চায়,

ইসলামী শরিয়ত ও বিশ্বজনীন মূলনীতি অনুসারে তার উচিৎ, ইসলামী মূল্যবোধে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া।

কেননা, ইসলামপন্থীদের মৌলিক নীতি হচ্ছে-

مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا

"... বিভ্রান্তদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণকারী নই।"